MAY 1 0 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃঃ 9 কলাম ৬

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

আমি ২০০১-২০০২ সেশনের অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত ঢাকার এক সরকারী কলেজ থেকে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং উত্তীর্ণও হয়েছি। প্রথমে যাদের সাক্ষাৎকার বোর্ডে ডাকা হয়েছে, তাদের পছন্দক্রম ফরম দিয়ে ভর্তি করানো হচ্ছে। অপেক্ষমাণ তালিকা থেকেও কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে পছন্দক্রম ফরম দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখনো কিছু সীট খালি রয়েছে, যা তথাকথিত নেতাদের জন্য বরাদ্দ। নেতারা ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তি করাচ্ছে। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা ছাড়পত্র নিয়ে অন্যান্য সরকারী কলেজে সীট খালি থাকা সত্ত্বেও ভর্তি হতে চাইলে ভর্তি হতে পারছে না। কেননা ভর্তি হতে হলে নেতাদের মোটা অংকের টাকা দিতে হবে। তা না হলে ভর্তি হওয়া যাবে না। আর ভর্তি হতে না পারলে এক বছর পাঠ বিরতি দিতে হবে। এমনিতেই আমাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়েছিল গত মে মাসে, এখন আবার মে মাস এসে পড়েছে। তার মানে ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট, অনার্স ভর্তি পরীক্ষা ও ক্লাস শুরু হতে হতে এক বছর চলে গেল। আবার যদি এক বছর পাঠ বিরতি দেয়া হয়, তাহলে একজন ছাত্রের জীবন থেকে দুই বছর চলে যায়। আর অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করতে প্রায় আট বছর লাগে। পরে আর সরকারী চাকরি করার বয়স থাকে না। তাই ছেলে-মেয়েরা পাঠ বিরতি না দিয়ে বাধ্য হয়ে মোটা অংকের টাকা দিয়ে সরকারী কলেজে ভর্তি হচ্ছে। আমার জানামতে, সরকারী কয়েকটি কলেজে এরকম অনিয়ম চলছে। আর প্রাইভেট কলেজগুলো বার বার বিজ্ঞাপন দিয়েও ছাত্র-ছাত্রী পাচ্ছে না। গত ৩০ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাক ও যুগান্তরে দেখলাম, একাধিক প্রাইভেট কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞাপন। জানি না প্রাইভেট কলেজগুলো শূন্য আসন পূর্ণ করতে পারবে কিনা। অনেক অভিভাবকেরই সাধ্য নেই তাদের ছেলে-মেয়েদের প্রাইভেট কলেজে পড়ানোর। এখন কথা হলো, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আগের বছরগুলোর চেয়ে এ বৎসর এত কড়াকড়ি করা সত্ত্বেও কেন এ ধরনের অনিয়ম হচ্ছে। এর কি কোনো প্রতিকার নেই? এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুমন পাল,
গ্রাম: পাটন,
ডাকঘর: নায়েরগাঁও বাজার,
উপজেলা: মতলব,
জেলা: চাঁদপুর।